# রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানা হেফাজতে নির্যাতনের পর মাছ ব্যবসায়ী মোঃ আব্দুর রহিম শেখের মৃত্যুর অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় রংপুর জেলার বদরগঞ্জ পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাহাপুর মিস্ত্রীপাড়ার বাসিন্দা মোঃ ময়েজ উদ্দিন শেখ ও মৃত কামরন নেছার ছেলে মোঃ আব্দুর রহিম শেখকে (৬০) বদরগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা আটক করে নির্যাতন চালায় বলে পরিবারের অভিযোগ। পুলিশ সদস্যরা রহিম শেখকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করলে আদালত তাঁকে ১ বছরের বিনাশ্রমে কারাদ- দেন।

২ মার্চ ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১.৫০টায় রংপুর কেন্দ্রীয় কারা হেফাজতে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ (ইনভেসিভ কার্ডিওলজী ইউনিট) বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রহিম শেখ মারা যান।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নিহতের আত্মীয় স্বজন
- রহিমের চিকিৎসক ও লাশের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক
- মর্গ-সহকারী এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ আব্দুর রহিম শেখ

## মনজিলা খাতুন (৪৫), রহিম শেখের স্ত্রী

মনজিলা খাতুন অধিকারকে জানান, তাঁর স্বামী একজন মাছ ব্যবসায়ী। এক ছেলে এবং চার মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। তাঁর স্বামী মাঝে মাঝে বাড়ীর বাইরে থেকে মদ বা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে এসে বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতেন। তাই তিনি ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ বিকেলের দিকে বদরগঞ্জ থানায় গিয়ে অফিসার ইনচার্জ পৃথ্বীশ কুমার সরকারকে তাঁর স্বামীর আচরণ সম্পর্কে জানান। মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে রাত আনুমানিক ৮.০০টায় থানা থেকে তাঁর পূর্ব পরিচিত এসআই মিজানুর রহমান এবং কনস্টেবল জাহান আলী মোটর সাইকেল নিয়ে বাসায় আসে। পুলিশ সদস্যরা তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করে হাতকড়া পড়ায় এবং থানায় নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু রহিম শেখ পুলিশ সদস্যদের কাছে জানতে চান, তাঁকে কেন থানায় যেতে হবে? পুলিশ সদস্যরা রহিম শেখ এর কথার কোন জবাব না দিয়ে তাঁকে টেনে বাড়ী থেকে বের করে নিয়ে

যাওয়ার চেষ্টা করলে সে হাত দিয়ে বেড়ার খুঁটি টেনে ধরেন। পুলিশ সদস্যরা বেড়ার খুঁটি ভেঙে রহিমকে বাড়ীর বাইরে বের করে আনে। তখন এসআই মিজানুর তার হাতে থাকা টর্চ লাইট দিয়ে রহিম শেখের বুকে আঘাত করে এবং গালে ও পিঠে কিল ঘুসি মারে। এরপর পায়ে কয়েকটি লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গে রহিম শেখ মাটিতে পড়ে যান। তখন দুই পুলিশ সদস্য রহিম শেখকে টেনে তুলে মোটর সাইকেলের মাঝখানে বসিয়ে কিল, ঘুষি,মারতে মারতে নিয়ে চলে যায়।

তিনি এলাকার লোকজনের কাছে আরো জানতে পারেন যে, গ্রামের ওপর দিয়ে যাবার সময় রহিম শেখকে ঘুষি মারতে মারতে নেয়া হয়েছে। রাতেই এলাকার লোকজন তাঁকে জানায়, মাদক সেবনের কারণে পুলিশ সদস্যরা রহিমকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে তাঁরস্টোমাক ওয়াশ্ করায়। যার ফলে রহিম শেখের শারীরিক অবস্থার বেশ অবনতি হয়।

১ মার্চ ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০টায় তিনি স্বামীর খোঁজ নিতে থানায় গিয়ে জানতে পারেন, ভোরেই থানা থেকে তাঁর স্বামীকে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

২ মার্চ ২০১২ দুপুর আনুমানিক ৩.০০টায় তাঁর ভাতিজা এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার নুর মোহাম্মদ হোসেন বাবু তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, রহিম শেখ মারা গেছেন। লাশ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আছে। ২ মার্চ ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৫.০০টায় নুর মোহাম্মদ হোসেন বাবু লাশ বাড়ীতে নিয়ে আসার পথে এলাকার লোকজন লাশ নিয়ে নির্যাতনকারী পুলিশ সদস্যদের বিচারের দাবীতে মিছিল করে। পরে থানা থেকে অফিসার ইনচার্জ পৃথ্বীশ কুমার সরকার আশ্বাস দেন যে, রহিম শেখের তিন মেয়ের বিয়ে এবং ১০ শতক জমি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুদান দেয়া হবে। ৩ মার্চ ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় সাহাপুর কলেজপাড়া কবরস্থানে রহিম শেখের লাশ দাফন করা হয়।

**মুহছেনা খাতুন (৩৫), রহিমের প্রতিবেশী**

মুহছেনা খাতুন অধিকারকে বলেন, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় মোটর সাইকেলে করে দুইজন পুলিশ সদস্য রহিম শেখ এর বাড়িতে আসে। এদের একজন এসআই মিজানুর রহমান এবং অন্যজন কনস্টেবল জাহান আলী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। পুলিশ সদস্যরা রহিম শেখকে গ্রেপ্তার করে এলাকার লোকজনের সামনে কিল, ঘুষি ও লাথি মারতে থাকে। তিনি পুলিশ সদস্যদের কাছে জানতে চান রহিম শেখকে তারা কেন মারছে? রহিম মদ পান করেছে এবং সে কারণে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে পুলিশ সদস্যরা জানায়। রহিম পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে যেতে না চাইলে তার সামনেই এসআই মিজানুর টর্চ লাইট দিয়ে রহিমের বুকে আঘাত করতে থাকে। এছাড়া কনুই দিয়ে আঘাত করে এবং গালে থাপ্পর মারে। এভাবে মারতে থাকলে একটু পরেই রহিম শেখ নিস্তেজ হয়ে পরে। তখন পুলিশ সদস্যরা রহিম শেখকে মোটর সাইকেলে তুলে নিয়ে চলে যায়।

**জাহাঙ্গীর আলম (২৮), রহিমের মেয়ের স্বামী**

জাহাঙ্গীর আলম অধিকারকে জানান, রহিম শেখ তাঁর শ্বশুর। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় তিনি লোক মারফত জানতে পারেন, পুলিশ সদস্যরা তাঁর শ্বশুরকে ধরে

থানায় নিয়ে গেছে। তিনি রাত আনুমানিক ১১.০০টায় থানায় যান এবং রহিম শেখকে অসুস্থ অবস্থায় থানা হাজতে পড়ে থাকতে দেখেন। পুলিশ সদস্যরা তাঁর শ্বশুরকে মারধর করায় নড়াচড়া করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি হাজতেই অসুস্থ রহিম শেখের সঙ্গে কথা বলে চলে আসেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, পুলিশ সদস্যদের নির্যাতনের কারণেই রহিম শেখ মারা গেছেন।

**নুর মোহাম্মদ হোসেন বাবু, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার, বদরগঞ্জ পৌরসভা, রংপুর**

নুর মোহাম্মদ হোসেন বাবু অধিকারকে জানান, ২ মার্চ ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.০০টায় রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মোবাইল ফোনে জানানো হয় যে, তাঁর আত্মীয় রহিম শেখ মারা গেছেন। তিনি খবরটি রহিম শেখের স্ত্রী মনজিলাকে জানান। পরে তিনি হাসপাতালের মর্গে গিয়ে লাশ বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু এলাকার লোকজন উত্তেজিত হয়ে নির্যাতন করে মারা হয়েছে বলে পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে রহিমের লাশ নিয়ে মিছিল করে। পরে ডিবির ইন্সপেক্টর রওশন মোস্তফা এবং ওসি পৃথ্বীশ কুমার সরকার লোকজনের সঙ্গে মিটিং করেন। রহিম শেখের তিন কন্যাকে বিয়ে দেয়া হবে এবং স্ত্রীকে ১০ শতাংশ জমি দেয়া হবে এই শর্তে রহিম শেখের লাশ দাফন করা হয়। তিনি নিজে পুলিশ সুপার বরাবর এই ব্যাপারে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন যে, এসআই মিজানুর রহমান নির্যাতন করে রহিম শেখকে হত্যা করেছে।

**ডাঃ জুথি ভৌমিক, মেডিকেল অফিসার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বদরগঞ্জ, রংপুর**

ডাঃ জুথি ভৌমিক অধিকারকে জানান, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.১৫টায় বদরগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা মাদকসেবী রহিম শেখকে হাসপাতালে ভর্তি করান। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল ৩৮০/৮০।

রহিম শেখ অতিরিক্ত মদ পান করার কারণে চিকিৎসক তাঁর স্টোমাক ওয়াশ্ করে এলকোহল রোধের ঔষধ দেন। এরপর রহিম শেখ সুস্থ হলে রাত আনুমানিক ৯.০০টায় তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

**মোঃ মুনিরুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বদরগঞ্জ উপজেলা, রংপুর**

মোঃ মুনিরুজ্জামান অধিকারকে জানান, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.০০টায় জানতে পারেন যে, বদরগঞ্জ থানার এসআই মিজানুর রহমান পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাহাপুর মিস্ত্রীপাড়ার একজন মাদক সেবনকারীকে আটক করেছে। তিনি তখন থানার অফিসার ইনচার্জ পৃথ্বীশ কুমার সরকারকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে মাদক দ্রব্য আইনের ১৯৯০ এর (১০) ধারা এবং ২২(ঘ) মোতাবেক মাদকসেবী মোঃ আব্দুর রহিম শেখকে ১ বছরের সাজা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, সেদিন রাত হওয়ায় এবং জেলহাজতে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় রহিম শেখকে থানা হাজতে রাখার নির্দেশ দেন। ১ মার্চ ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.৩০টায় আসামীকে জেলহাজতে পাঠানো হয়। তিনি আরো জানান, ২ মার্চ ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.০০টায় জেলা প্রশাসনের সংবাদ মাধ্যমে জানতে পারেন, কারা হেফাজতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রহিম শেখ মারা গেছেন।

৩ মার্চ ২০১২ ময়না তদন্ত শেষে লাশ গ্রামে আনা হয়।

### মোঃ মিজানুর রহমান, সিনিয়র জেল সুপার, রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ মিজানুর রহমান অধিকারকে জানান, ১ মার্চ ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.৩৫টায় বদরগঞ্জ থানার দুই পুলিশ সদস্য ভ্রাম্যমাণ আদালতের রায়ের পরোয়ানাসহ রহিম শেখ নামে এক আসামীকে কারাগারে আনেন। দায়িত্বে থাকা জেল পুলিশ সদস্য ফেরদাউস এবং মাসিউর আসামীকে বুঝে নেন। যাঁর কয়েদী নম্বর ছিল ৯৪৭৩/এ। তারিখঃ ১/০৩/২০১২। তিনি জানান, আদালতের পরোয়ানায় আসামীর ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদেশ ছিল। রাতে তাঁকে রহিম শেখ জানান, তার শরীরে জ্বর এবং মাথা ব্যথা করছে। তখনই রহিম শেখকে কারাগারের হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়।

২ মার্চ ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০টায় আসামী পরির্দশনকালে তিনি জানতে পারেন, রহিম শেখ অস্থিরতা অনুভব করছে এবং তার জ্বর কমছে না। তিনি তখনই তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজনসেলে পাঠিয়ে দেন। সেখানে চিকিৎসা দেয়া অবস্থায় দুপুর আনুমানিক ১.৫০টার সময় রহিম শেখ মারা যান। তিনি তখন কোতয়ালী থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেন। এরপর নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট কমল কুমার বর্মন থানার এসআই উজ্জলকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং লাশ হেফাজতে নিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন।

### ডাঃ শাকিল গফুর, সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, কার্ডিওলজী বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ডাঃ শাকিল গফুর অধিকারকে জানান, কারাগার থেকে সকাল আনুমানিক ৯.৩০টায় প্রিজন সেলে রহিম শেখ নামে একজন রোগীকে জেল পুলিশ সদস্যরা জরুরী বিভাগে ভর্তি করান। ক্রমেই রোগীর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। সকাল আনুমানিক ১১.৩০টায় রোগীকে আইসিইউতে আনা হলে ডাঃ রবিন্দ্রনাথ বর্দ্ধন এবং ডাঃ হরি প্রসাদ গুপ্ত তাঁকে চিকিৎসা দেন। প্রথমে তাঁকে কার্ডিওলজিতে চিকিৎসা শুরু করে রোগের বিস্তারিত কারণ নির্ণয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ঔষধ দেয়া শুরু করা হয়। কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকা অবস্থায় দুপুর আনুমানিক ১.৫০টায় রোগীর হার্টফেল করে এবং মারা যায়। তিনি বলেন, ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে রোগীর মৃত্যুর মূল কারণ জানা যাবে।

### এসআই মিজানুর রহমান, বদরগঞ্জ থানা, রংপুর

এসআই মিজানুর রহমান অধিকারকে জানান, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ বিকেলের দিকে মনজিলা নামে এক মহিলা আরেকজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় এসে অফিসার ইনচার্জ এর কাছে অভিযোগ করেন। তখন ওসি তাঁকে ডেকে জানান, মনজিলার স্বামী রহিম শেখ মাদক সেবন করে পরিবারের লোকজনকে অতিষ্ট করে ফেলছে। ওসি এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেন। রাত আনুমানিক ৮.০০টায় কনস্টেবল জাহান আলীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঐ মহিলার বাসায় যান এবং দেখতে পান রহিম শেখ মদ পান করে ঘরের চালের টিন খুলে ফেলছে আর পরিবারের সবাইকে গালিগালাজ করছে। তিনি তখন রহিম শেখকে তাঁর হেফাজতে নেন। অতিরিক্ত মদ পান করায় রহিম শেখ ভারসাম্য হারিয়ে

ফেলেছিল বলে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসার ডাঃ আশেকুল আরেফিন রহিম শেখকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। চিকিৎসা শেষে রহিমকে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত এক বছরের বিনাশ্রমে কারাদ- দেয়। তখন রাত হওয়ায় এবং আসামী জেলখানায় প্রেরণের পরোয়ানার কাগজপত্র না থাকায় রহিম শেখকে থানা হাজতে রাখেন।

১ মার্চ ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.১৫টায় প্রিজন ভ্যানে করে অন্যান্য আসামীর সঙ্গে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান। ২ মার্চ ২০১২ রহিম শেখ মারা গেছে বলে তিনি জানতে পারেন। তিনি বলেন, রহিম শেখকে কোন ধরণের নির্যাতন করা হয়নি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

### পৃথ্বীশ কুমার সরকার, অফিসার ইনচার্জ, বদরগঞ্জ থানা, রংপুর

পৃথ্বীশ কুমার সরকার অধিকারকে বলেন, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ বিকালের দিকে মনজিলা নামে এক মহিলা স্বামী রহিম শেখের বিরুদ্ধে মৌখিক অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে এসআই মিজানুর রহমানকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এসআই মিজানুর রহিম শেখকে গ্রেপ্তার করে। ভ্রাম্যমাণ আদালত রহিম শেখকে ১ বছরের সাজা দিলে কারাগারে রহিম শেখের মৃত্যু হয়। ২ মার্চ ২০১২ নিহত রহিমের ভাতিজা নুর মোহাম্মদ হোসেন বাবু একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এতে ৩ মার্চ ২০১২ পুলিশ সুপার আবু সালেহ্ মোহাম্মদ তানভীর ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ রশিদুল হক, ডিআই ওয়ান (ডিস্ট্রিক ইনটেলিজেন্স অফিসার-১) মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মিঠাপুকুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আরমান হোসেনকে নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেবেন। তবে এসআই মিজানুর রহিম শেখকে নির্যাতন করেনি বলে তিনি জানান।

### কমল কুমার বর্মন, নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর

কমল কুমার বর্মন অধিকারকে জানান, কোতয়ালী থানা থেকে খবর পেয়ে জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ক্রমে এসআই উজ্জলকে সঙ্গে নিয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে যান এবং রহিম শেখ নামে এক কয়েদীর লাশ দেখতে পান। তিনি লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি বলেন, লাশের শরীরে বাহ্যিক কোন আঘাতের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি। তবে বাম হাতের কবজ্বিতে কয়েকটি ক্ষুদ্র চিহ্ন ছিল যা দেখে মনে হয়েছে যে, হাতে হয়তো ইনজেকশন দেয়া হতে পারে।

### এসআই উজ্জল, কোতয়ালী থানা, রংপুর

এসআই উজ্জল অধিকারকে জানান, ২ মার্চ ২০১২ দুপুরের দিকে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সিনিয়র জেল সুপার একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৭৭; তারিখঃ ২/০৩/২০১২। জেল সুপার জানান, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রহিম শেখ নামে এক কয়েদী মারা গেছেন। তিনি বিষয়টি অফিসার ইনচার্জ এবং জেলা প্রশাসককে জানান। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট কমল

কুমার বর্মন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে যান এবং লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। পরে বদরগঞ্জ থানায় বার্তা পাঠালে পুলিশ সদস্য এবং নিহতের আত্মীয় স্বজন আসে। ২ মার্চ ২০১২ দুপুরে ময়না তদন্ত শেষে লাশ নিয়ে তারা বদরগঞ্জে ফিরে যান।

**রনজিত কুমার বর্মন, প্রভাষক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল**

রনজিত কুমার বর্মন অধিকারকে বলেন, ২ মার্চ ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.০০টায় রহিম শেখ নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহের ময়না তদন্ত করেন। যার নম্বর ৩৯/০২। তিনি বলেন, নিহতের শরীরে তিনি কোন আঘাতের চিহ্ন পাননি। রহিম শেখ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন বলে তিনি মনে করেন। মৃত্যুর বিষয়টি আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য লাশের কিছু অংশ ভিসেরা করতে পাঠিয়েছেন। ভিসেরা রিপোর্ট পেলে তিনি ময়না তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করবেন বলে জানান।

**রাজু, মর্গ-সহকারী, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল**

রাজু অধিকারকে জানান, ২ মার্চ ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.০০টায় ডাঃ রনজিত কুমার বর্মন একটি লাশের ময়না তদন্ত করেন। মৃত ব্যক্তির নাম ছিল রহিম শেখ। তিনি জানান, লাশ ময়না তদন্তের সময় ডাক্তারকে সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু লাশের গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল কিনা সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নিশ্চুপ থাকেন।

**মোঃ ফজলু মুন্সী (৪৮), লাশের গোসলদানকারী**

মোঃ ফজলু মুন্সী অধিকারকে বলেন, ৩ মার্চ ২০১২ এলাকার লোকজনের কাছে খবর পেয়ে রহিম শেখের বাসায় যান এবং আনছার আলী নামে আরেকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সকাল আনুমানিক ৯.০০টায় রহিম শেখের মৃতদেহের গোসল করান। তিনি জানান, কথিত ধর্মীয় বিধিবিধানের কারণে দাফন করা মৃতদেহের বিষয়ে কাউকে বলা যাবে না বলে লাশের গায়ে নির্যাতনের চিহ্ন সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে রাজি হননি।

**মোঃ রশিদুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রংপুর**

মোঃ রশিদুল হকের সঙ্গে ২২ মে ২০১২ অধিকার এর কথা হয়। তিনি জানান, রহিম শেখ মারা যাওয়ার বিষয়ে পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ উঠলে পুলিশ সুপার সালেহ্ মোহাম্মদ তানভীর তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত টিম গঠন করেন। টিমে ছিলেন তিনিসহ ডিআইওয়ান মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মিঠাপুকুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আরমান হোসেন। তদন্ত শেষ করে ২৬/০৪/২০১২ প্রতিবেদন পুলিশ সুপার বরাবর জমা দিয়েছেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, রহিম শেখ হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

অধিকার রহিম শেখের মৃত্যুর বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের শাস্তি প্রদান এবং পরিবারের ক্ষতি পূরণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

**-সমাপ্ত-**